BN

Seven & i Holdings-এর ব্যবসায়িক অংশীদারদের স্থিতিশীল কর্ম নির্দেশিকা

I. ভূমিকা

- Seven & i Holdings Co., Ltd. **এবং এর একীভূত সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ (পরবর্তীতে 'আমাদের গ্রুপ' নামে উল্লেখিত) কর্পোরেট বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আন্তরিকভাবে আচরণ করার চেষ্টা করে এবং স্থিতিশীল সমাজ গঠনে অবদান রাখে।**

  কর্পোরেট ক্রিড
  আমাদের গ্রাহকদের বিশ্বাস অর্জন সর্বদা আমাদের লক্ষ্য।
  আমরা এমন আন্তরিক কোম্পানি হতে চাই যা আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদার, শেয়ারহোল্ডার এবং স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে।
  আমরা আমাদের কর্মীদেরও বিশ্বাসভাজন হতে চাই।

- **সকল মানুষের মানবাধিকার রক্ষা এবং মানবাধিকারকে সম্মান করার দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের গ্রুপ আন্তর্জাতিক নীতি ও মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে** Seven & i Holdings-**এর মানবাধিকার নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে।**

  এই নীতিটি সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও আমরা সকল ব্যবসায়িক অংশীদারদের এই নীতি সমর্থন করতে ও মানবাধিকারকে সম্মান করার জন্য একসাথে কাজ করতে উৎসাহিত করি।

- **আমরা আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে পারস্পরিকভাবে উপকারী সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করি ও "স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য** 2030-**এর এজেন্ডা" অনুযায়ী "কেউ পিছিয়ে যাতে না থাকে" এই দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বিশ্বাস রাখি।**

  আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে একসঙ্গে, আমরা "মানবাধিকারের সম্মান", "বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণ" এবং "আইনি সম্মতি"-র ধারণা প্রচার করায় এবং স্থিতিশীল সমাজ বাস্তবায়নে বিশ্বাস করি।
  আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য প্রোডাক্ট ও পরিষেবা প্রদান এবং সুস্থ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত তৈরি করার চেষ্টা করি।
  আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে একসাথে, আমরা সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকজনকে নিয়ে, সামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি ও এমন একটি সামাজিক কাঠামোর নির্মাণ প্রচার করি যেখানে কেউ যাতে বাদ না পড়ে।

II. "Seven & i Holdings ব্যবসায়িক অংশীদারদের স্থিতিশীল কর্ম নির্দেশিকা"-এর প্রয়োগ

Seven & i Holdings অনুরোধ করছে যে সব ব্যবসায়িক অংশীদারদের "Seven & i Holdings ব্যবসায়িক অংশীদারদের স্থিতিশীল কর্ম নির্দেশিকা" সম্পর্কে ধারণা লাভ করে সেগুলি মেনে চলে।

1. সমস্ত ব্যবসায়িক অংশীদারদের এই Seven & i Holdings ব্যবসায়িক অংশীদার স্থিতিশীল কর্ম নির্দেশিকা (এরপর থেকে "ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বুঝতে হবে এবং মেনে চলতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, যে সব সরবরাহকারীদেরকাছ থেকে তারা আমাদের গ্রুপে পরিচালিত প্রোডাক্ট সংগ্রহ করে তারাও যেন ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকা মেনে চলে।
2. আমরা অনুরোধ করছি যে ব্যবসায়িক অংশীদাররা প্রয়োজনে আমাদের গ্রুপকে ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকা মেনে চলার শর্তাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রদান করুন।
3. যেকোনো গুরুতর কার্যকলাপ যা ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকাের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয়, যেমন শারীরিক আঘাতের কারণ হওয়া দুর্ঘটনা, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং আইনের প্রতি অবহেলা, তা অবিলম্বে আমাদের গ্রুপের প্রতিটি পরিচালন সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে রিপোর্ট করা হবে। বিপদের মাত্রা অনুযায়ী সঙ্গে তাৎক্ষণিক সংশোধন ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ও ক্ষতির বিস্তার আটকানো, কারণ চিহ্নিতকরণ এবং পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
4. ব্যবসায়িক অংশীদারদের নিজের কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রমে স্থায়িত্বের ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে ও নেতিবাচক প্রভাবের বেশি সমস্যা হতে পারে এমন ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ও তাদের উপর মনোনিবেশ করার প্রচেষ্টা করতে হবে।
5. ব্যবসায়িক অংশীদারদের এমন নীতি তৈরি করতে হবে যাতে ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকার মতো একই নিয়মভুক্ত হবে, কোম্পানির ভিতরে বা বাইরে নীতিটি শেয়ার করা হবে, ট্রেনিং এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে যাতে তথ্য জানানো যায়, নীতি প্রচারের জন্য কাঠামো তৈরি করা হবে ও নীতি এবং কাঠামো উভয়ই পরিচালনা করার জন্য প্রচেষ্টা করা হবে।
   ব্যবসায়িক অংশীদারদের তাদের নিজস্ব কোম্পানির সমস্যা শনাক্ত করতে, সমাধান সূত্র নির্ধারণ করতে, চিহ্নিত সমস্যা সংশোধন করতে এবং পুনরাবৃত্তি রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৃত পরিস্থিতির পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা করা হবে।
6. ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকা মেনে না চলার কারণে মানবাধিকার ও আইন লঙ্ঘন সহ কোনও গুরুতর কাজ প্রকাশ পেলে লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করা হতে পারে বা চুক্তি বাতিল করা হতে পারে। এই ধরনের কিছু হলে, এমনকি যদি কোনও ক্ষতি হয় তাহলেও আমাদের গ্রুপ এবং এর অপারেটিং কোম্পানি কোনও প্রত্যর্পণ বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না।

III. Seven & i Holdings-এর ব্যবসায়িক অংশীদারদের স্থিতিশীল কর্ম নির্দেশিকা

1. সব কিছু আইন অনুযায়ী এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে করা হবে।

1. প্রতিটি দেশ এবং অঞ্চলের প্রযোজ্য আইনের নিয়ম এবং কানুন মেনে, পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীর সাথে সম্মতি রেখে নিশ্চিত করা হবে।
2. আইনি সম্মতির উদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়ন, সিস্টেম তৈরি করা, প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ও অভ্যন্তরীণ রিপোর্টের ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি পরিচালিত হবে।

2. মানবাধিকারকে সম্মান প্রদর্শন

ব্যবসায়িক কার্যক্রমে জড়িত সকল ব্যক্তির মানবাধিকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে সম্মানিত ও রক্ষা করা **এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর চেষ্টা করার সময় বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।**

BN

1. "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল" এবং "আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতি ও অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা" এর মতো আন্তর্জাতিক ঘোষণাকে সম্মান করা হবে।
যেসব ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ এবং অঞ্চলের আইন ও নিয়মের মাধ্যমে মানবাধিকার পর্যাপ্তভাবে সুরক্ষিত নয়, সেখানেও এই ঘোষণার ভিত্তিতে মানবাধিকারের সম্মান করার প্রচেষ্টা চালানো হবে।
2. মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হবে না।
3. ব্যবসায়িক কারণের জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হলে সেই বিষয়ের সম্মান ও রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে না।
4. যদি কোনও মানবাধিকার লঙ্ঘন খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে সেই কর্মচারীর জন্য উপযুক্ত প্রতিকার করা হবে।
5. d'LĂąLI· ¹ LEő ĹbLĂ ও রক্ষা ¹ ELE Đőĸ ďĔĕ ĂŃĉ ĵ Čţ Ă, ąĕąÿL lĂd'ĔĔ, ĵ lĔÆČ ąLĸąLţ Ă Þął š ĎĕĦEŃČ lEőă LŞ ąĕąÿLE ĐHţ Ă žč ĕLĪ ă lE¾Lęč Íőą¸

3. শিশু শ্রমিকদের নেওয়া হবে না এবং কিশোর বয়েসের কর্মীদের সুরক্ষা প্রদান করা হবে

একটি সুস্থ ও সাসটেনেবল সমাজের বিকাশের জন্য শিশুদের শিক্ষা অপরিহার্য এবং শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হবে কারণ এটি এই ধরনের বিষয়কে প্রতিহত করে। অভিজ্ঞতা কম থাকার কারণে কিশোর বয়েসের কর্মীদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করা হবে।

1. কাজে নিয়োগ করার সময় সব ব্যাক্তির বয়েস যাচাই করা হবে।
2. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কনভেনশন এবং প্রযোজ্য স্থানীয় আইন অনুসারে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ, এমন কোনও শিশু শ্রমিককে ব্যবহার করা যাবে না।
*ILO কনভেনশন বিশেষ করে জানায় যে কর্মীদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়সের চেয়ে কম হওয়া উচিত নয় এবং যেকোনও ক্ষেত্রেই তাদের বয়স কমপক্ষে 15 বছর বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে।
(যদিও, এর ব্যতিক্রম আছে যে বিপজ্জনক কর্মক্ষেত্রে কাজ করা শ্রমিকদের যেকোনও দেশে কমপক্ষে 18 বছর বয়স হতে হবে বা উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে ট্রানজিশনের সময়ে কমপক্ষে 14 বছর বয়স হতে হবে ও হালকা কাজ বা সহজ কাজের ক্ষেত্রে আরও ব্যতিক্রম আছে।)
3. 18 বছরের নিচে কোনও কর্মচারীকে কাজের জন্য রাতে/বা বিপদজনক স্থানে কাজে নিয়োগ করা যাবে না।
4. শিশু শ্রমিক আছে তা নিশ্চিত হলে, কোম্পানি শিশু শ্রমিককে সুরক্ষা প্রদান করবে ও প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ত্রাণ দেবে।

4. বলপূর্বক কোনও কাজ করানো যাবে না

কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় তাদের কাজে নিযুক্ত করা হবে এবং জোরপূর্বক শ্রমের কোনও ব্যবহার করা হবে না। নিষিদ্ধ শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কর্মীর স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম বা পরিষেবা প্রদান, পাশাপাশি শাস্তির ভয়ে বাধ্যতামূলক শ্রম।

1. জোরপূর্বক শ্রম, আটকে রেখে কাজ করানো এবং জোরপূর্বক দাসবৃত্তির মাধ্যমে শ্রম নিষিদ্ধ করা হবে।
2. শ্রমিকদের টাকা বা তাদের আসল পরিচয়পত্র জমা দিতে বাধ্য করা হবে না।
কোনও নিয়োগ সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ করার সময়, এটি নিশ্চিত করতে হবে যে সংস্থাটি কর্মী এবং চাকরিপ্রার্থীদের টাকা বা আসল পরিচয়পত্র জমা দিতে বাধ্য করার মতো কোনও কাজে জড়িত নেই।

3. কর্মক্ষেত্রের ভেতরে নিজের ইচ্ছেমতো চলাচলের উপর অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না। নিরাপত্তা ক্যামেরার ব্যবহার এবং নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়োগের উদ্দেশ্য হলো অপরাধ প্রতিরোধ, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, তবে এগুলো কর্মীদের নজরদারির জন্য ব্যবহৃত হবে না।
4. নির্ধারিত সময়ের পরে শ্রমিকরা যাতে কর্মস্থল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং শ্রমিকের সম্মতি ছাড়া কোনও অতিরিক্ত সময় কাজ করানো যাবে না।
5. শ্রমিকরা যাতে তাদের নিজের ইচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

5. কর্মচারীদের কর্মসংস্থান ও সুরক্ষা

ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিকে মানবাধিকার, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে একটি স্বাস্থ্যকর, কার্যকরী, চ্যালেঞ্জিং এবং মানবিক কর্ম পরিবেশে যথাযথভাবে নিযুক্ত করা হবে।

1. নিয়োগের সময়, কর্মচারীর সাথে তার মাতৃভাষায় বা প্রযোজ্য স্থানীয় আইন অনুসারে তারা বুঝতে পারে এমন ভাষায় উপযুক্ত শ্রম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।
2. চাকরির শর্তাবলী সংক্রান্ত তথ্য লিখিত আকারে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপিত হবে এবং যে কোনো সময় উপলব্ধ থাকবে।
3. অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে চাকরির শর্তাবলী তাদের নিজ দেশ ছাড়ার আগেই স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
4. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-র সুপারিশ অনুযায়ী কর্মঘণ্টার মানঅর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা হবে।

   *ILO “কাজের সময় কম করার সুপারিশ, 1962”

   - চল্লিশ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহের নীতি ধাপে ধাপে একটি সামাজিক মান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।
   - কাজের সময় কমানো হলেও শ্রমিকদের মজুরি কোনওভাবে হ্রাস করা হবে না।
   - যেখানে স্বাভাবিক কর্মসপ্তাহের সময়কাল আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি হয়, সেখানে তা 48 ঘণ্টার কম করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
5. প্রতিটি দেশের আইন ও বিধি অনুসারে শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ছুটি গ্রহণের অনুমতি নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি সাত দিনে কমপক্ষে একদিন ছুটি নিশ্চিত রাখতে হবে। স্থানীয় আইন অনুযায়ী শ্রমিকরা যাতে তাদের বিবেচনার ভিত্তিতে শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠিত করতে এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
6. স্থানীয় আইন অনুযায়ী শ্রমিকরা যাতে তাদের বিবেচনার ভিত্তিতে শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠিত করতে এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
7. শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন, শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হওয়া, নিয়োগ এবং পদোন্নতি, বরখাস্ত বা কর্মচারী বদলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে যাতে বৈষম্য না থাকে সেই নীতি এবং পদ্ধতি তৈরি করা হবে।
8. একজন নিয়োগকর্তা, শ্রমিক ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য চুক্তিতেপৌঁছানোর জন্য ও সঠিকভাবে কার্যকর নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক তৈরি করার জন্য নিজের মতো করে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

6. জীবনযাত্রার উপযোগী মজুরির প্রদান

সুস্থ ও সংস্কৃতিমনস্ক জীবনযাপন নিশ্চিত করার জন্য চ্যালেঞ্জিং ও মানবিক কাজের সুযোগ প্রদান করা ও পর্যাপ্ত মজুরি প্রদানের চেষ্টা করা হবে। শিশুশ্রম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে ও সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রেখে জীবিকা নির্বাহের জন্য মজুরি নির্ধারণ করা হবে।

1. শ্রমিকদের প্রযোজ্য স্থানীয় আইন বা ইন্ডাস্ট্রির দ্বারা নির্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরি বা তার বেশি প্রদান করা হবে। যেটি বেশি হবে ওটাই প্রযোজ্য এবং পেমেন্ট করা হবে।
2. প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী পর্যাপ্ত বিবেচনামূলক মজুরি শ্রমিকদের প্রদান করা হবে। খাদ্য, জল, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা সহ জীবনযাত্রার উপযুক্ত মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রার অনুযায়ী পেমেন্ট প্রদান করতে হবে।
3. ওভারটাইম কাজের অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা হবে এবং এটি আইনত নির্ধারিত হারের সমান বা তার বেশি হতে হবে।
4. আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল ভাতা এবং কাজের সুবিধা কর্মীদের প্রদান করা হবে।
5. মজুরি প্রদানের সময় রোগীদের কত ঘণ্টার জন্য পেমেন্ট দিতে হবে এবং মজুরির কোন কোন খাতে ভাগ করা হয়েছে তা দেখাতে হবে।
6. মজুরি সঠিকভাবে গণনা করতে হবে এবং সেই সাপেক্ষে প্রমাণ দিতে হবে।

7. নির্যাতন, হয়রানি, বৈষম্য এবং অমানবিক আচরণনিষিদ্ধ করতে হবে।

যেকোনও নির্যাতন, হয়রানি, বৈষম্য এবং অমানবিক আচরণ নিষিদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং মানবিক ও প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বৈষম্য শুধু অযৌক্তিকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস করে এবং মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে না, বরং সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম সম্ভাব্য মানবসম্পদের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে, যা একটি বড় সামাজিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

1. যেকোনও শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন, হুমকির দিয়ে নির্যাতন, বা ক্ষমতার অপব্যবহার, যৌন হয়রানি এবং অন্যান্য হয়রানি নিষিদ্ধ হবে ও এইসব কিছুর জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
2. নিয়োগ, ক্ষতিপূরণ, পদোন্নতি, পুনর্নিয়োগ, পদ থেকে বহিষ্কার বা পদত্যাগের ক্ষেত্রে, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত, জন্মস্থান, সামাজিক অবস্থান, বয়স, অক্ষমতা, বিভিন্ন সংক্রামক রোগের অবস্থা, শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যপদ, যৌনতা , লিঙ্গ পরিচয় বা অন্যান্য অবস্থার ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করার জন্য এবং সমান সুযোগ অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে।
3. যদি কোনও নির্যাতন, হয়রানি, বৈষম্য বা শাস্তির বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়, তাহলে সেই কর্মীর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হবে।
4. স্থানীয় আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে আর্থিক জরিমানা করা হবে। শাস্তিমূলক পদক্ষেপের পদ্ধতি এবং জরিমানার পরিমাণ আইন দ্বারা অনুমোদিত সীমার মধ্যে নির্ধারিত হবে এবং তা কর্মীদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত করবে না। এইসব বিষয় শ্রম বিধি বা অন্যান্য বিধিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে ও সমস্ত কর্মচারীকে এগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হবে।

8. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয়ভাবে নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ম্যানেজমেন্ট প্রচার করতে হবে, পেশাগত কারণে দুর্ঘটনা প্রতিহত করতে হবে, কর্মীদের স্বাস্থ্য ভালো রাখার চেষ্টা করতে হবে, একটি সুস্থ কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হবে ও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান উন্নত করতে কাজ করতে হবে।

1. কর্মক্ষেত্রের বিল্ডিং ও টুল এবং কর্মীদের প্রদত্ত বাসস্থান কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট মানদণ্ড মেনে করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে এবং স্থানীয় বিল্ডিংয়ের মান সম্পর্কিত আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী অনুমতি এবং অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে কিনা এবং বিল্ডিং সঠিকভাবে পরিদর্শন করা হয়েছে কিনা ও পরীক্ষামূলক সমীক্ষাতে এইসব বিল্ডিং উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
2. কর্মীদের প্রদত্ত কাজের জায়গা ও বাসস্থানে, বিপদকালীন বেরোনোর পথ, ট্রান্সফার করার পথ এবং স্থানীয় আইন ও প্রবিধানে নির্ধারিত মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিদর্শন এবং ট্রান্সফার ট্রেনিং পরিচালনা করা হবে।
3. কর্মীদের জন্য প্রদত্ত আবাসনে বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ থাকতে হবে এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা করা হবে।
4. কর্মীদের জন্য পরিষ্কার পরিছন্ন শৌচাগার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকতে হবে ও কাজের জায়গাতে এগুলোর ব্যবহার করার অধিকার থাকবে।
5. কর্মচারীদের তাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক টুল, কাজ করার নির্দেশাবলী এবং ট্রেনিং।
6. রাসায়নিক পদার্থ যথাযথভাবে পরিচালনা ও স্টোর করতে হবে ও দুর্ঘটনা রোধ করতে এবং দুর্ঘটনা ঘটলে সেটি প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হবে।
7. শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন এমন কাজ চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা চালানো হবে এবং পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতা আটকাতে এটি যথাযথভাবে পরিচালনা করা হবে।
8. কোনও পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতা হলে পরিস্থিতিটি তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত, মূল্যায়ন, নথিভুক্ত ও রিপোর্ট করা হবে, এর পরে যাতে এমন না হয় তার যথাযথ ব্যবস্থা এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হবে।
9. কর্মীদের সুবিধা সম্পর্কিত আইন মেনে চলতে হবে ও কর্মচারীদের সুবিধার জন্য এমন কর্মসূচি তৈরির চেষ্টা করা হবে যেখানে কর্মচারীরা অযথা উদ্বেগ ছাড়াই তাদের কাজ করতে পারবে।
10. গর্ভবতী, প্রসব করা, শিশুর যত্ন ইত্যাদির কারণে কর্মচারীদের সঙ্গে যেকোনও খারাপ আচরণ নিষিদ্ধ করা হবে ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।
11. কর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে তাদের জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

9. গ্লোবাল পরিবেশ সংক্রান্ত সংরক্ষণ

বিশ্বব্যাপী পরিবেশের রক্ষার জন্য সব দিক বিবেচনা করে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে, যেমন কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন এবং সরবরাহ এমনভাবে করা যা একটি স্থিতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করা যায়।

1. প্রতিটি দেশ এবং অঞ্চলের পরিবেশগত আইন, বিধিনিষেধ এবং আন্তর্জাতিক কনভেনশন মেনে কাজ করতে হবে।

2. আমাদের গ্রুপের অপারেটিং কোম্পানির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কনভেনশন বা স্থানীয় আইন অনুসারে নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করা বা পরিচালনা করা যাবে না।
3. বর্জ্য, নির্গমন এবং বর্জ্য জল যথাযথভাবে পরিচালনা করা হবে যাতে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।
4. জলের উৎস, ব্যবহার এবং নিষ্কাশন পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং জল স্টোর করে এবং উপযুক্ত বর্জ্য জল পরিশোধন করা সহ জল সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
5. পরিবেশের উপর ব্যবসার প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন।
6. জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বকে মর্যাদা প্রদান করে জীববৈচিত্র্য স্টোর করা হবে।
7. আমাদের গ্রুপের অপারেটিং কোম্পানির আসল প্রোডাক্ট পরিচালনা করে এমন ব্যবসায়িক অংশীদাররা "গ্রিন চ্যালেঞ্জ 2050"-অনুযায়ী গ্রুপের লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা প্রদান করবে।
   - CO_2 নির্গমন প্রতিরোধ করা
   - 2050 সালের মধ্যে মৌলিক পণ্যের প্যাকেজিংয়ে পরিবেশবান্ধব উপকরণের (বায়োমাস, জীবাণুবিয়োজ্য ও পুনর্ব্যবহৃত উপকরণ, কাগজ ইত্যাদি) 100 শতাংশ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে
   - 2050 সালের মধ্যে খাবারের বর্জ্য পদার্থ 100 শতাংশ আবার করে ব্যবহার করতে হবে
   - 2050 সালের মধ্যে খাবারের প্রোডাক্ট স্থিতিশীল কাঁচামালের 100 শতাংশ ব্যবহার করতে হবে
8. পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রচার চালানো হবে এবং এই ধরনের প্রযুক্তি সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হবে।

10. গোপনীয় তথ্যের ফাঁস হওয়া প্রতিহত করতে হবে ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ম্যানেজমেন্ট করতে হবে।

তথ্য সংক্রান্ত অ্যাসেট "গোপনীয়," "সম্পূর্ণ" এবং "উপলভ্য" রাখা হবে এবং ফাঁস হওয়া, চুরি, জালিয়াতি এবং ইচ্ছাকৃত কাজে ব্যবহার বা অবহেলার কারণে ক্ষতি সহ হুমকি থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে।

1. তথ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা বজায় রাখা ও পরিচালনা করার জন্য পদ্ধতিগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এর ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে।
2. সব তথ্য শুধুমাত্র ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এবং অন্য কোনও উদ্দেশ্যে, ব্যক্তিগত কারণে বা অন্যদের স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না।
3. তথ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা সম্পর্কিত নিয়ম বিধি প্রণয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং সকল কর্মচারীকে পর্যায়ক্রমিক শিক্ষার সুযোগ এবং ট্রেনিং প্রদান করা হবে।
4. তথ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত ঘটনা ঘটলে বা দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য, দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং পদ্ধতি তৈরি করা হবে।
5. দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা অন্যান্য ঘটনার বিরুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য, ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতার প্ল্যান তৈরি করা হবে ও তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।
6. তথ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন, নিয়ম কানুন এবং চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা পালন করা হবে।
7. তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত নিয়মকানুন মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য নিজে থেকে পরিদর্শন এবং অভ্যন্তরীণ অডিট করা হবে এবং তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থার যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকারী ব্যবহার যাচাই করা হবে ও চিহ্নিত সমস্যা সংশোধন করা হবে।
8. কর্মীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ফলে তথ্য ফাঁস, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের নিয়ম তৈরি করা হবে এবং কর্মীদের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এই বিষয় শেখানো হবে।

BN

11. ব্যাক্তিগত তথ্যের ম্যানেজমেন্ট

ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ব্যবসার প্রক্রিয়ায় পূরণযোগ্য সামাজিক দায়িত্ব এবং এটি সকল এক্সিকিউটিভ ও কর্মচারীদের জন্য একটি পালনীয় বাধ্যবাধকতা হিসেবে বিবেচিত হবে। সকল এক্সিকিউটিভ ও কর্মচারীদের যথাযথভাবে যাতে নিজেদের কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

1. ব্যক্তিগত তথ্য নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া অন্য কোনও কারণে ব্যবহার করা যাবে না ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাইরে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করার আগে একজন ব্যক্তির সম্মতি প্রয়োজন হবে।
2. ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য পদ্ধতিগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে ও এর ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে।
3. নির্দিষ্ট আইন ও বিধিনিষেধ মেনে যথাযথ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, পরিচালনা, ব্যবহার এবং প্রদান করা হবে।
4. ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হাওয়ার জন্য কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে খবর পেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও Seven & i Holdings-এর অপারেটিং কোম্পানির সঠিক ব্যক্তিদের কাছে রিপোর্ট করতে হবে এবং ক্ষতির বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

12. কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও নৈতিকভাবে উত্তর প্রদান

সমাজে মানুষ যাতে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারে, সেইজন্য নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা, উদ্ভাবন ও উচ্চমান বজায় রাখারচেষ্টা করা হবে এবং গ্রাহকদের সন্তোষজনক প্রোডাক্ট ও পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রচেষ্টা করা হবে। গ্রাহকদের নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং নীতিগত প্রোডাক্ট প্রদানের জন্য, আমাদের গ্রুপের প্রাসঙ্গিক অপারেটিং কোম্পানির মান ও নিচের উল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গে সম্মতি চাওয়া হবে:

1. প্রোডাক্ট ও পরিষেবা প্রদানের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ, তৈরি করা, উৎপাদন, পরিবহন, গ্রাহকদের প্রদান করা ও বর্জ্য নিষ্কাশনের প্রক্রিয়ায় মানবাধিকারকে সম্মান ও সুরক্ষা, প্রতিকার প্রদান, কর্মসংস্থান ও কর্মপরিবেশের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করা হবে।
2. কোন দেশে উৎপাদন করা হয়েছে ও কোন দেশে বিক্রি হবে তা নির্ধারিত গুণমান এবং লেবেলিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।
3. গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্রোডাক্ট ও পরিষেবা তৈরি ও সরবরাহ করা হবে এবং গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার জন্য প্রোডাক্ট বা পরিষেবার স্ট্যান্ডার্ড উন্নত করার যথাযথ প্রচেষ্টা করা হবে।
4. প্রোডাক্ট ও পরিষেবার উন্নয়ন এবং প্রদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতিবোধ আর আইন ও সামাজিক রীতিনীতি পালন করা হবে।
5. গ্রাহকদের প্রোডাক্ট বা পরিষেবা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য যথাযথ এবং সহজলভ্য উপায়ে সরবরাহ করা হবে।
6. শিশুদের জন্য বা শিশুরা ব্যবহার করতে পারে এমন প্রোডাক্ট এবং পরিষেবা নিরাপদ হতে হবে এবং এইসব প্রোডাক্ট যাতে শিশুদের মানসিক, নৈতিক বা শারীরিকভাবে ক্ষতি না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

13. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

যেসব দেশ ও অঞ্চলে ব্যবসা করা হয়, সেখানকার মানবাধিকার, পরিবেশ, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং রীতিনীতি ইত্যাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং একটি স্থিতিশীল সমাজের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করা হবে।

1. আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে বক্তব্যের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে এইসব সমস্যার সমাধানে করা হবে।
2. স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন যাপনে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বা তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এমন ব্যবসায়িক কার্যকলাপ করা যাবে না।
3. সশস্ত্র গ্রুপ, অপরাধমূলক সংগঠন, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, গ্যাং, গ্যাং-এর সদস্য, গ্যাং সম্পর্কিত কোম্পানি/গ্রুপ, কর্পোরেট তোলাবাজ, সামাজিক আন্দোলন/রাজনৈতিক কার্যকলাপের র‍্যাকেটিয়ার (সোকাইয়া), বিশেষ গোয়েন্দা সহিংসতা গ্রুপ বা সমাজবিরোধী শক্তিকে ফান্ড বা সুবিধা প্রদানকারী অন্যান্য ব্যক্তি বা গ্রুপের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না।
4. সমাজবিরোধীদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাপ্লায়াররা যে সমস্ত কোম্পানির সাথে লেনদেন করে তারা যাতে সমাজবিরোধী শক্তি না নয় তা নিশ্চিত করা হবে। প্রতিটি চুক্তিতে সমাজবিরোধী শক্তি নিধন করা সংক্রান্ত নিয়ম কানুন থাকবে।
5. লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনও বিরোধ বা অপরাধে জড়িত থাকা যাবে না, যেমন সমাজবিরোধী গ্রুপের থেকে ফান্ড নেওয়া।

14. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও ন্যায্য ব্যবসায়িক অনুশীলন

অবাধ প্রতিযোগিতার থাকলেও লেনদেন সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। রাজনৈতিক সংস্থা এবং সরকারি সংস্থার সঙ্গে উপযুক্ত ও স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

1. ব্ল্যাকমেল এবং ঘুষ জাতীয় কোনও ধরনের দুর্নীতিতে জড়িত থাকা যাবে না।
2. কোনও উপহার, ফান্ড, পুরস্কার, ক্ষতিপূরণ বা অন্যান্য সুবিধা যা জালিয়াতি, বেআইনি কাজ বা বিশ্বাস লঙ্ঘন করতে পারে, এমন কিছু যা ব্যবসা করার সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদান বা গ্রহণ করা হবে না।
3. দুর্নীতি প্রতিহত করার জন্য নীতিসমূহ ও ট্রেনিং সিস্টেম তৈরি করা হবে।
4. অবাধ ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা গ্রহণযোগ্য হবে এবং একচেটিয়া কতৃত্ব বিরোধী আইন ও অভ্যন্তরীণ নিয়মের মতো প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে।
5. লেনদেন যথাযথ ব্যবসায়িক পদ্ধতি অনুসারে যথাযথ শর্তাবলীর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং কোনও ব্যক্তিগত লাভ বা সুবিধা গ্রহণ করা হবে না।
6. আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদাররা প্রতিটি দেশের আইন ও নিয়মকানুন মেনে চলবে এবং দেশীয় বা বিদেশী সরকারি অফিসারদের, বা তাদের মতো অন্যান্য ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অনুদান, উপহার, বিনোদন বা আর্থিক সাহায্য প্রদানের সময় রাজনৈতিক সংস্থা এবং সরকারি সংস্থার সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখবে।

15. বৌদ্ধিক সম্পত্তির সুরক্ষা

1. কোনও থার্ড পার্টির লঙ্ঘন রোধ করার জন্য, কারও নিজস্ব কোম্পানির মালিকানাধীন বা তার মালিকানাধীন বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত করা হবে এবং যত্ন নেওয়া হবে।

2. কোনও অধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত থাকবে না, যেমন, থার্ড পার্টির পেটেন্ট, ইউটিলিটি মডেল, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট এবং ট্রেড সিক্রেটের মতো বৌদ্ধিক সম্পত্তি অনুমোদিত নয় এমন নিজের বলে দাবি করা বা ব্যবহার করা, সফ্টওয়্যারের অনুমোদিত নয় এমন ব্যবহার ও বিভিন্ন মাধ্যমে বই এবং তথ্যের অনুমোদিত নয় এমন কপি করা ইত্যাদি।

16. এক্সপোর্ট ও ইম্পোর্ট ম্যানেজমেন্ট

1. প্রোডাক্ট ও কাঁচামাল এক্সপোর্ট ও ইম্পোর্ট সংক্রান্ত সকল প্রাসঙ্গিক আইন ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।
2. প্রোডাক্ট ও কাঁচামালের জন্য ফান্ড ও প্রোডাক্টের জন্য মাল সরবরাহ বা শ্রমের বিনিময়ে মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দেশ, অঞ্চল, সংস্থা বা ব্যক্তির সাথে কোনও সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।
3. প্রোডাক্টে থাকা কাঁচামাল সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল বা বেশি সমস্যা সঙ্কুল অঞ্চলে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন, পরিবেশ ধ্বংস করা, দুর্নীতি বা সংঘাতের জন্য বা কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হবে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

17. হুইসেল ব্লোয়িং সিস্টেম তৈরি করা

কোনও কোম্পানি বা ব্যক্তির সংঘটিতপ্রতারণা এবং এর সাথে সম্পর্কিত পরামর্শের বিষয়ে কোম্পানির ভেতর বা বাইরে থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট ও জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত পরামর্শ সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে ও মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং প্রতারণা প্রতিরোধ, প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং সংশোধন নিশ্চিত করা এবং মানবাধিকার সুরক্ষা ও আইন মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। হুইসেল ব্লোয়িংয়ারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য চেষ্টা চালানো হবে যাতে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয়।

18. প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি

দুর্যোগের প্রস্তুতির জন্য, কর্মচারী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদেরনিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্যবসায়িক সম্পদের ক্ষতি কম করতে ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বা স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা প্ল্যান তৈরি করা হবে ও প্ল্যানটি পর্যালোচনা করার জন্য পর্যায়ক্রমিক সিমুলেশন করা হবে।

19. সাপ্লাই চেইন তৈরি করা

আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদাররা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন যে সরবরাহকারীরা ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকা বোঝে এবং তার অনুযায়ী কাজ করে। প্রয়োজনে তারা সহায়তা প্রদান করবেন এবং সময়ে সময়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

20. মনিটরিং

মনিটরিং-এর লক্ষ্য হল "আমাদের গ্রাহকদের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করা," "ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে পারস্পরিকভাবে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা" ও "ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকা প্রচার করা"। আমরা সর্বতভাবে অনুরোধ করছি যে আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদাররা মনিটরিং করতে সহায়তা প্রদান করুন।

1. ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকা মেনে কাজ করা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য, ব্যবসায়িক অংশীদাররা সহযোগিতা করবে।
2. ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য প্রমাণ এবং পারফরম্যান্স রেকর্ডের যথাযথ প্রস্তুতি করতে হবে এবং বজায় রাখতে হবে।
3. আমাদের গ্রুপের থেকে অনুরোধ করলে এই ধরনের ডকুমেন্ট প্রকাশ করা এবং শেয়ার করা হবে।
4. যদি মনিটরিং-এর মাধ্যমে জানা যায় যে ব্যবসায়িক অংশীদারদের কর্ম নির্দেশিকা মেনে সংশোধন করা বা পরিবর্তন করা হয়নি তাহলে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ নেওয়া হবে।

এতেই সমাপ্ত

2007-এর মার্চ মাসে ফর্মুলেট করা হয়েছে
2017-এর এপ্রিলে সংশোধন করা হয়েছে
2019-এর ডিসেম্বরে সংশোধন করা হয়েছে
2025-এর মার্চে সংশোধন করা হয়েছে
2025-এর সেপ্টেম্বরে সংশোধন করা হয়েছে